দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

চবি ছাত্রলীগে ১ সপ্তাহে ৩ বার সংঘর্ষ

■ মোস্তফা রনি, চবি সংবাদদাতা

শত কোটি টাকার টেন্ডারকে কেন্দ্র করে চবি ছাত্রলীগের কর্মীরা দফায় দফায় সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। গত এক সপ্তাহে তিনটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহত হয় চার নেতা-কর্মী। সর্বশেষ গত মঙ্গলবার রাতে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তারা। এ সময় দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে শাহীন নামের এক ছাত্রলীগ নেতাকে।

নেপথ্যে শত কোটি টাকার টেন্ডার

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে আমানত হলের সামনে বিশ্ববিদ্যালয় বগিভিত্তিক সংগঠন ভিএক্স ও একাকার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় ভিএক্স'র নেতা-কর্মীরা একাকারের নেতা ও চবি ছাত্রলীগের উপ-ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মাহবুব শাহরিয়ার শাহীনকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। শাহীনকে প্রথমে চবি মেডিক্যাল সেন্টারে নেয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার আরো অবনতি দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। চিকিৎসকরা জানান, শাহীনের বাম হাতের বৃদ্ধা আঙুল ও পিঠে গুরুতর জখম আছে। এ ছাড়া ডান হাতের দুটি স্থানে হাড়ের মাঝে ফাটল রয়েছে। এদিকে শাহীনের আহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে একাকার, কংকর্ড এর নেতা-কর্মীরা একত্রিত হয়ে ভিএক্সকে ধাওয়া দিলে তারা শাহজালাল হলের ভেতরে ঢুকে যায়। পরে একাকারের নেতা-কর্মীরা শাহজালাল হলে ঢুকে ভিএক্স'র বেশ কয়েকটি রুম ভাঙচুর করে। অন্যদিকে ভিএক্স'র কর্মীরা একাকারের কয়েকটি রুম ভাঙচুর করে।

এ ঘটনায় একাকারের কর্মী মানিক বাদী হয়ে ভিএক্স'র নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে হাটহাজারী থানায় একটি মামলা দায়ের করে। এ বিষয়ে একাকারের নেতা ইমামউদ্দিন ফয়সাল পারভেজ বলেন, শাহীন রাতের খাওয়া শেষে হোটেল থেকে বের হওয়ার সময় পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ভিএক্স'র কর্মীরা তার উপর হামলা চালায়।

এর আগে ২৮ সেপ্টেম্বর ভিএক্স পক্ষের নেতা ও উপ-দপ্তর সম্পাদক মিজানুর রহমান বিপুলকে মারধর করে হল থেকে বের করে দেয় একাকার পক্ষের নেতা-কর্মীরা। ঐ দিনও একাকার ও ভিএক্স'র মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। বিপুলের সঙ্গে একই গ্রুপের আরেক কর্মী মো. মেহেদি হাসানকে পিটিয়ে আহত করে একাকারের কর্মীরা। এ ঘটনায় ভিএক্স'র কর্মীরা একাকারের বিরুদ্ধে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

চবি ছাত্রলীগে ১ সপ্তাহে

২০ পৃষ্ঠার পর

একটি মামলা দায়ের করে হাটহাজারী থানায়। উভয় মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বেলাল উদ্দিন মো. জাহাঙ্গীর।

অন্যদিকে গত ৩ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসের শহীদ মিনার ঝুপড়িতে বাংলা মুখের দুই ছাত্রলীগ কর্মীকে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে আহত করে বিজয় গ্রুপের কর্মীরা। আহতরা হলেন লাবিব ও আকিব।

এদিকে সাতদিনের ব্যবধানে তিনটি সংঘাতে ক্যাম্পাসে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। অনেকের ধারণা শত কোটি টাকার টেন্ডারকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষগুলো ঘটছে। এ বিষয়ে চবি ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মো. মামুন বলেন, কিছু অসাধু ছাত্রলীগ কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান শতকোটি টাকার টেন্ডারকে কেন্দ্র করে বারবার সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে তা হলে বড় ধরনের সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে।

টেন্ডারে ছাত্রলীগের জড়িত থাকার বিষয় অস্বীকার করে চবি ছাত্রলীগের সভাপতি আলমগীর টিপু বলেন, ছাত্রলীগ কখনো টেন্ডারবাজির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না, বর্তমানেও নেই। প্রত্যেকটি সংঘর্ষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বিষয়গুলো তদন্ত করে সাংগঠনিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

চবি প্রক্টর মোহাম্মদ আলী আজগর চৌধুরী বলেন, সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে প্রত্যেকটি সংঘর্ষ মূলে রয়েছে টেন্ডার প্রক্রিয়া— এমন তথ্য তার কাছে নেই বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় কলা ভবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ও শেখ হাসিনা হলের দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণ কাজসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি কাজের প্রায় শতকোটি টাকার টেন্ডারের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আর এ দরপত্র ফর্ম উত্তোলনের শেষ সময়সীমা ছিল ২৭ সেপ্টেম্বর। কিন্তু একাধিক সূত্রে জানা যায়, যাতে ছাত্রলীগের পছন্দ ছাড়া অন্য কেউ টেন্ডার ফরম নিতে না পারে ক্যাম্পাসের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে ছাত্রলীগের কর্মীরা অবস্থান নেয়। অন্যদিকে গত ২৫ সেপ্টেম্বর টেন্ডার বাণিজ্যের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধের ডাক দিয়েছিল ছাত্রলীগের একাংশ। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, প্রতিটি দরপত্রে ফরম একটি করে উত্তোলন করা হয়েছে।